ISSN : 3006-449X
INTERNATIONAL JOURNAL OF DIVERSE DISCOURSES

Published by: Centre for Academic Research and Development

An Open Access, Widely Indexed, Peer Reviewed Referred Journal
Vol. 1 No. 2, June, 2024

কবি নজরুলের গান ও আরব সমাজ : স্বরূপ সন্ধান

Md. Bulbul Ahmed
Writer & PhD Researcher, Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Arts, Islamic University, Kushtia-7003, Bangladesh.
Corresponding Author Email: bulbulbogura81@gmail.com

ARTICLEINFO

Received : 11, April
Revised : 25, May
Accepted: 01, June

©2024 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

সার-সংক্ষেপ

বাঙালির মন ও মননে আবর্তিত এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব কবি কাজী নজরুল ইসলাম। সৈনিক জীবন (১৯১৭-১৯১৯) থেকে কলকাতায় ফেরার পর তিনি সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। কবি হিসেবে খ্যাতি লাভ করলেও তিনি বহুমুখী সঙ্গীত প্রতিভা দিয়ে বাঙালিকে সঙ্গীতের জগতে উন্মাদনায় মত্ত করে তোলেন। তার সঙ্গীত বিশ্বসাহিত্যের এক অমর সম্পদ। ইসলামি গান সেই গীতিমালারই একগুচ্ছ সৌরভ-নির্ঝরিণী ফুল। গানের ভুবনে প্রবেশ করে কবি আরব জগতে জন্মগ্রহণ না করেও আরব সমাজের মানুষের নৈমিত্তিক জীবনাচারের কথা সাবলিল ঢঙে নানা চিত্রকল্পে ফুটে তোলেন। তার সঙ্গীতের চিত্রধর্মী বৈশিষ্ট্যের সাথে ভাবের মাহাত্ম্য, সুরের কারুকাজ, শব্দচয়নের জাদুকরী কর্মকাণ্ড, বলিষ্ঠ-জীবনবোধ, দীপ্ত-কথামালা ও মানবিক আবেদন সত্যি প্রশংসনীয়। গানের মাধ্যমে কবি সমগ্র মুসলিম জাতিকে আরব সমাজের মানুষের কৃষ্টি-কালচার সম্পর্কে অবগত করেন। তার ইসলামি জাগরণ ও গণ-বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আরব সমাজ-সংস্কৃতিকে নিজের সংস্কৃতির সম্পদ হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি আরবের প্রসিদ্ধ কবিদের জীবন, নবি-রাসুলের প্রতি শ্রদ্ধা ও মাহাত্ম্য ও সৃষ্টিকর্তার প্রতি অপার প্রেম, বিশ্বজগতের সামনে তুলে ধরেন। নজরুলের গান ও আরব সমাজ গোটা মুসলিম জাতির কাছে এক বৈভিন্ন্য রূপ ধারণ করে। আরব সমাজের স্বরূপ অনুসন্ধান তার গানের মূলসুর। তার গানের মধ্য দিয়ে বাঙালি মুসলমানের হৃদয়ে মনুষ্যত্ব, মূল্যবোধ, সহমর্মিতা, হৃদ্যতা, মানবতা, সাম্যবাদিতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ প্রভৃতি গুণের সমাবেশ এক অসাম্প্রদায়িক চেতনার সৃষ্টি করে। অনাগতজন আরব-সমাজ-সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে পারবে এবং স্বরূপের সন্ধান পেয়ে নব-জাগরণের বলিষ্ঠ প্রেরণা পাবে। একটি সুশীল সমাজ বিনির্মাণে কবি নজরুলের গান মুখ্য ভূমিকা রাখবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মদের জাতীয় স্বপ্ন ও আশা-আকাঙ্ক্ষার শীর্ষে উদ্ভাসিত করে তুলবে। তাই তার বিগতদিনের স্বপ্ন ও আশা আজ সাফল্যের তোরণে উপনীত।

ভূমিকা

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬ খ্রি.) আমাদের জাতীয় কবি। বাংলা সাহিত্য-সঙ্গীত জগতে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব তিনি। তার অতুলনীয় সৃষ্টিসম্ভার বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। তার সাহিত্যচর্চার কাল ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তিনি তেইশ বছর সাহিত্য রচনায় নিমগ্ন ছিলেন। জীবনের প্রথম দশ বছর কবিতা এবং শেষ তেরো বছর সঙ্গীত রচনা করেন। কবিতা ও গান রচনার ফাঁকে ফাঁকে উপন্যাস, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ প্রভৃতি রচনায়ও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। গানের ভুবনে তার হাতে এক নতুন সুরের, এক নতুন ধারার উন্মেষ হয়। তার রচনায় সমকালীন রাজনীতি, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক পটভূমি প্রতিফলিত হয়। সঙ্গীতে তিনি যে বৈচিত্র্য ও নতুনত্ব সৃষ্টি করেন তা বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয়। তার জীবন ও সৃষ্টির সর্বত্র ছিল বৈচিত্র্যময়। কবি নজরুল আরব সমাজের মানুষের জীবনাচারের কথা গানের মাধ্যমে এতো চমৎকারভাবে সন্নিবেশ করেন যা বিশ্বসাহিত্যে এক অমর সৃষ্টি। তার গান পাঠ করলে মনে হয় সুদূর আরব সমাজে আমরা বিচরণ করছি। আরব জাতির জীবনচর্চার ফসলই তার ইসলামি গানের মূলভিত্তি। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে কাজী নজরুল ইসলাম নিজেকে প্রতিস্থাপন করতে আপন সমাজকে কখনো বিসর্জন দেননি। তিনি বাংলায় অবস্থান করেও মধ্যপ্রাচ্যের সমাজ-সংস্কৃতির অনুপম চিত্র গানে তুলে ধরেন। তিনি আরব, ইরাক, ইরান এবং মিশরের গীতি কবিদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আরবজাতির কৃষ্টি-কালচার স্বীয় সঙ্গীতে উপস্থাপন করেন। তার গানে আরবজাতির ইসলাম-পূর্ব ও ইসলাম-পরবর্তী মানুষের জীবনাচারের দিকসমূহ ওঠে আসে। গানে শিকড়ছোঁয়া মরমিয়া সমাজ সংস্কৃতিকে তিনি তুলে আনেন নতুন আঙ্গিকে। তিনি আরব সমাজের প্রকৃতির চিত্র নির্মাণ করেন। তিনি নানা চিত্রকল্পে আরব সমাজের মানুষের জীবন-প্রকৃতি, আল্লাহ্ ও রাসুলের প্রতি ভক্তির আধ্যাত্মিকতা, আরবসমাজ নিজের সংস্কৃতির ভুবনে আপন করে নেয়ার দক্ষতায় বিশ্বসাহিত্যে তিনি অতুলনীয়। আরব সমাজকেন্দ্রিক নানা গান তিনি রচনা করেন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মদের জন্য অনুপ্রেরণাজাত আদর্শের রূপায়ণ হলো কবির গান।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব কাজী নজরুল ইসলাম। কালবৈশাখি ঝড়ের মতোই নতুনের কেতন উড়িয়ে তার আবির্ভাব ঘটে বাংলা সাহিত্যে। তিনি বিস্ময়কর ও মহিমান্বিত এক অবিনাশী প্রতিভা নিয়ে সঙ্গীত ভুবনে আবির্ভূত হন। তিনিই আমাদের সাহস, সৌন্দর্য ও শৈল্পিক অহংকার। তার পূর্বপুরুষগণ পাটনার অন্তর্গত হাজীপুরে বসবাস করতেন। পরবর্তীতে তারা হাজীপুর থেকে বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার জামুরিয়া থানার অন্তর্গত চুরুলিয়ায় এসে বসবাস স্থাপন করেন। বাংলার অস্ত্রাদি নির্মাণের প্রাণকেন্দ্র বলা হতো চুরুলিয়াকে। রাজা নরোত্তম সিংহের রাজধানী ছিল চুরুলিয়ায়। কবি কাজী নজরুল ইসলাম চুরুলিয়ায় ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ মোতাবেক ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২৪ মে বুধবার এক দরিদ্র কাজী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কবির পিতার নাম কাজী ফকির আহমদ, মাতার নাম জাহেদা খাতুন, পিতামহ কাজী আমিনুল্লাহ, মাতামহ মুন্সী তোফায়েল আলি। কবি কাজী নজরুল ইসলামের ছিল সহোদর তিন ভাই এবং এক বোন। সবার বড়ো ছিলেন কাজী সাহেবজান, কনিষ্ঠ কাজী আলী হোসেন ও বোন উম্মে কুলসুম। নজরুলের ডাক নাম ছিল 'দুখু মিয়া'। (কাদির ১)

নজরুলের পিতা ফকির আহমেদ ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তখন নজরুলের বয়স ছিল আট বছর। দশ বছর বয়সে নজরুল গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। চুরুলিয়ায় মক্তবে সে সময় শিক্ষক ছিলেন মৌলভী কাজী ফজলে আহম্মদ। তিনি আরবি, ফারসি ভাষায় যথেষ্ট পারদর্শী

ছিলেন। তার কাছেই কবি ফারসি ভাষা শিখেন। তারপর চাচা কাজী বজলে করিমের কাছে তিনি উর্দু-ফারসি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। আর্থিক দৈন্যে তার লেখাপড়ার পাঠ চুকে যায়। তাকে জীবিকা নির্বাহের চিন্তা শুরু করতে হয়। এ কারণে তাকে মক্তবের শিক্ষকতা, মাজারে খাদেমগিরি এবং মসজিদে মুয়াজ্জিনের কাজ করতে হয়। পরিবারের অর্থনৈতিক অভাব পূরণে অল্প বয়সেই নানা পেশার সাথে তিনি যুক্ত হন। অতিকষ্টে জীবন কাটে কবির। (ইসলাম ১-১৫) মৃত্যুর আগে কবি কামনা করেছিলেন যে তার মৃত্যুর পর মসজিদের পাশে যেন তাকে কবর দেয়া হয়। এ সম্পর্কে কবি বলেন—

মসজিদেরি পাশে আমার কবর দিও ভাই
যেন গোরে থেকেও মোয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাই॥ (নজরুলের ইসলামি গান ১০২)

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে কবি অসুস্থ হয়ে পড়েন। বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন। জীবনের চরম বাস্তবতা শেষে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ২৯ আগস্ট মোতাবেক ১২ই ভাদ্র ১৩৮৩ সনে রোববার সকাল ১১টা ১০ মিনিটে ঢাকার তৎকালীন পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম মৃত্যুবরণ করেন। কবিকে বিকেল পাঁচটায় সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ প্রাঙ্গণে সমাহিত করা হয়। (প্রাগুক্ত ৫২১-৫২৩) কবির সেই প্রত্যাশা সৃষ্টিকর্তা পূরণ করেন।

কবি নজরুলের সঙ্গীত জীবন

বাংলা সাহিত্যের বিস্ময়কর বিচিত্র কালজয়ী প্রতিভার অধিকারী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি আমাদের জাতীয় কবি। সাহিত্যের বিচিত্র শাখায় তার পদচারণা স্বচ্ছন্দ। তবে সঙ্গীত ভুবনে তার বিচরণ ছিল অবারিত ও বৈচিত্র্যময়। তিনি একাধারে গীতিকার, সুরকার, স্বরলিপিকার, সঙ্গীতশিল্পী, সঙ্গীত পরিচালক, রাগস্রষ্টা। শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি সঙ্গীতকে অপরিসীম গুরুত্ব প্রদান করেন। ফলে শিল্পের এ ধারাটি মানুষ গ্রহণ করেছে গভীর মমতায় ও ভালোবাসায়। (ইসলাম ৮-৯) কবি নজরুলের গান বিষয়-বৈভবে বিচিত্র। তার গান নানা বিষয়, ভাব ও অনুভূতিকে ধারণ করে রচিত হয়। তার গান শুধু বিষয়-বৈচিত্র্যে নয়, ভাবের গভীরতায় সমৃদ্ধ। (রহমান ২৪২) তিনি ছিলেন স্বভাব গীতিকবি। গ্রাম্য লেটোদলের মধ্য দিয়েই তার সঙ্গীত জগতে অনুপ্রবেশ ঘটে। পিতৃব্য কাজী বজলে করিমের কাছেই কবির সঙ্গীতে হাতেখড়ি হয়। কাজী বজলে করিম নিমশা গ্রামের লেটোদলের পরিচালক ছিলেন। তার সঙ্গীত জীবন শুরু হয় এ লেটোদল থেকেই। তিনি লেটোদলে নতুন নতুন গান বেঁধে তাতে সুর সংযোজন করে রাতারাতি দলের একজন প্রধান হয়ে ওঠেন। তার চাচা বজলে করিমের মৃত্যুর পর কবি লেটোদলের হাল ধরেন। (মামুদ ৪-৫)

কাজী নজরুল ইসলাম লেটোদলে থাকাকালে অনেক পালাগান রচনা করেন। তিনি লেটোদল পরিচালনা, সঙ্গীত ও পালা রচনা এবং পরিবেশনার যাবতীয় পাঠ নেন তার চাচা ও চুরুলিয়া অঞ্চলের সে সময়ের বিখ্যাত লেটো পরিচালক শেখ চকোর গোদার কাছ থেকে। অতি অল্প সময়ে লেটোদলের কবিরূপে তার খ্যাতি চারদিক ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন দল থেকে গান ও পালা গান লিখে নেয়ার জন্য তার কাছে ভিড় জমতে থাকে। শেখ চকোর গোদা এবং মুন্সী বজলে করিমের প্রভাবে কবি লেটোর দলের জন্য গান লিখে দিতে লাগলেন। তার লেখা গান দারুণ জনপ্রিয় হয়ে উঠল। একদিনে একসঙ্গে তিনি পনেরোটি গান লিখে তাতে সুর দেন এবং তা সকলকে শেখানোর দক্ষতা অর্জন করেন। এ খ্যাতির ঝুলি কেবলই নজরুলের। গ্রাম্য লেটোদলকে কেন্দ্র করেই কবি নজরুলের সঙ্গীত, সংস্কৃতি ও কাব্য প্রতিভার প্রাথমিক বিকাশ ঘটে। (দত্ত ২২) কবি নজরুল প্রায় সাড়ে তিনহাজারেরও বেশি গান রচনা করেন। তার মধ্যে এ

পর্যন্ত তিনি প্রায় দুশোর মতো ইসলামি গান রচনা করেন। তিনি ইসলামি বিষয়ে প্রভাবিত হয়ে গান রচনা করেন। তার গানে আরবের মানুষের জীবনাচারের বাস্তবচিত্র স্থান পায়। (হোসেন ১৭৬)

কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৌলিক সঙ্গীত-প্রতিভার সময়কাল ১৯২১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তার মৌলিক সঙ্গীত-প্রতিভার প্রথম সৃষ্টি উদ্দীপনামূলক স্বদেশী গান। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে তার মৌলিক সৃজনশীল সঙ্গীত-প্রতিভার এক অবিস্মরণীয় প্রকাশ ঘটে। তিনি গজল গান রচনা করেন। তার গজল রচনার পর্যায়কে মৌলিক সঙ্গীত-সৃষ্টির দ্বিতীয় পর্ব বলে। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ বা ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে তিনি হিন্দু ভক্তিমূলক এবং ইসলামি গান রচনা করেন। এ পর্যায়কে তার মৌলিক সঙ্গীত সৃষ্টির তৃতীয় পর্ব বলে। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আধুনিক গান রচনা করেন। এটি তার সঙ্গীত রচনার চতুর্থ পর্ব বলে। (হোসেন ১৭৬)

কবির সঙ্গীত জগতে সামান্য বিচরণেই উপলব্ধি করা যায় তার ইসলামি সঙ্গীতের বিষয় আল্লাহ্‌র স্তুতি, নবির প্রশস্তি, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, ইদ, মর্সিয়া বা শোকগাথা প্রভৃতি। এসব বিষয়ে লেখা ইসলামি গান ঘুমন্ত বাঙালি মুসলমানদের ঘুম ভাঙিয়ে নতুন জাতীয় অগ্রগতির চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে। (হোসেন ১৭৫) কবির ইসলামি আবহ গানগুলো আরবি-ফারসি মিশ্রিত রচনায় ইসলামি সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে। ফারসি ভাষায় তার জ্ঞান ছিল। নজরুল সেনাবাহিনিতে থাকা অবস্থায় এক পাঞ্জাবি মৌলবীর নিকট মনোযোগ সহকারে ফারসি ভাষা শিক্ষা করেন। তাই পরে ফারসি কবি ওমর খৈয়াম (আহমদ ৩৮-৩৯) (১০৪৮-১১২৩ খ্রি.), ইরানের কবি হাফিজ শিরাজী (আলী গুগল ডট কম) (১৩২৫-১৩৮৯ খ্রি.), শেখ সাদী (কাহদুয়ী গুগল ডট কম) (১১৯৩-১২৯৪ খ্রি.), মিশরের জাতীয় কবি হাফিজ ইবরাহিম (হাসান ৬৮) (১৮৭১-১৯৩২ খ্রি.) প্রমুখের গ্রন্থ পাঠ এবং তার রসসুধায় নিজের চিন্তাধারাকে উন্নত করে গান রচনা করেন। (হক ২) কবি নজরুল তার গানে আরব সংস্কৃতির বহুবিচিত্র উপাদানের প্রয়োগ ঘটান। তার গানের মধ্য দিয়ে মুসলিম বিশ্বে রেনেসাঁস প্রতিষ্ঠিত হয়। তার ইসলামি গান মুসলিম বিশ্বে মর্যাদার আসনে নিজের অধিষ্ঠান নিশ্চিত করে।

আরব ও আরব সমাজ

যে সকল দেশ ইসলাম প্রধান এবং ভাষা আরবি সে সকল দেশকে আরব দেশ বলা হয়। আরব সমাজ ইসলাম-পূর্ব ও ইসলাম-উত্তর দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। সেক্ষেত্রে ইসলাম-উত্তর মক্কা, মদিনা, কুফা, বসরা এবং মিসরে আরব সমাজের মানুষের জীবনাচারের বীজ রোপিত হয়। (চৌধুরী ২২১) পবিত্র মক্কা মুকাররমা ও মদিনা মুনাওয়ারাকে বক্ষে ধারণ করে আছে যে ভূখণ্ড, সেটি *'জাযিরাতুল আরব'*। (আমিন ২৯) *'জাযিরাতুল আরব'* নামে ভূখণ্ড প্রাক-ইসলামি যুগের আরবদেশ হিসেবে পরিচিত। (হিট্টি ৪০) ইসলাম-পূর্ব আরবগণ সংস্কৃতিমনা ছিল। গীতিকবিতা রচনায় আরবীয়রা চরম উৎকর্ষ লাভ করে। ইসলাম-পূর্ব যুগে শ্রেষ্ঠ সাতজন গীতিকবি হলেন— ইমরুল কায়েস (নিজামী ৯০) (জন্ম ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধে-মৃত্যু আনুমানিক ৫৪০ খ্রিস্টাব্দ), ত্বরফা বিন আল আবদ (প্রাগুক্ত ৯৯) (মৃত্যু ৫৬৪ খ্রি.), যুহারের বিন আবি সুলমা (প্রাগুক্ত ১০২) (মৃত্যু ৬০৯ খ্রি.), লবিদ ইবনে রবিয়া (প্রাগুক্ত ১০৫) (মৃত্যু ৬৬১ খ্রি.), আমর বিন কুলসুম (প্রাগুক্ত ১০৮) (মৃত্যু ৬০০), হারিস বিন হিল্লিজা (প্রাগুক্ত ১১৪) (মৃত্যু ৫৬০ খ্রি.), আনতারা বিন শাদ্দাদ (প্রাগুক্ত ১১১) (মৃত্যু ৬১৫ খ্রি.)। তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি ইমরুল কায়েস এবং আমর ইবন কুলসুম। তাদের গীতিকবিতাকে বলা হয় 'মুয়াল্লাকাত' (প্রাগুক্ত ৮৭)। তাদের গীতিকবিতার বিষয়বস্তু হলো ছোটো-বড়ো যুদ্ধের ঘটনা, বংশগৌরব, বীরত্ব, বীরত্বপূর্ণ কাহিনি, যুদ্ধের বিবরণ, উটের ভূয়সী প্রশংসা, প্রেম, যৌন আবেদন ইত্যাদি। কিনদা ও তাগলিব গোত্রের মধ্যে গীতিকবিতার চর্চা বেশি

হতো। দক্ষিণ আরবের অন্তর্ভুক্ত কাহ্তানি গোত্রের কবি ইমরুল কায়েস। তিনি কিনদা সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। আর তাগলিব গোত্রের অন্যতম গীতিকবি ছিলেন আমর ইবন কুলসুম। আরবে বিখ্যাত 'উকায' মেলায় গীতিকবিতাগুলো আবৃত্তি করা হতো। উকায মেলা আরবগণের কাছে ছিল একটি বার্ষিক মেলা। যেখানে দেশীয় পণ্য বাসনপত্র, ব্যবসা-বণিজ্য ও অন্যান্য পণ্যের কেনাবেচা হতো। এ মেলায় নাচগান, মদ্যপান, ঘোড়দৌড়, জুয়াখেলা, ক্রীড়া, শুড়িখানা ইত্যাদির আসর বসতো। (হিট্টি ১০১-১০২)

প্রাক-ইসলামি আরবে আরবগণের বড়ো গুণ হলো সাম্য, সম্প্রীতি ও সৌহার্দপূর্ণ মনোভাব। তাদের মধ্যে ছিল ভ্রাতৃত্ববোধ। আরবদের উদার সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি আরব সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে। তিনজন কবির গীতিকবিতায় ওঠে আসে আরবের উদার সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি। তারা হলেন হাতেম তাঈ (মৃত্যু ৬০৫ খ্রি.) (নিজামী ১২৪), কা'ব ইবন মামা ও হারিস ইবন সিনান আর মুররি (হিট্টি ১০৪)। তাদের গীতিকবিতার বিষয়বস্তু হলো সত্যবাদিতা, আতিথেয়তা, ভ্রাতৃত্ববোধ, উদারতা, সাম্য ইত্যাদি। (প্রাগুক্ত ১০৩-১০৪) ইসলাম-পরবর্তী আরব সমাজের জীবনাচার হলো ইসলামভিত্তিক। ইসলামের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তাওহিদ। তাওহিদ বা একত্ববাদ বলতে বোঝায় আল্লাহর একত্বের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো মানবতার সম্মান। ধনী-গরিব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, উচ্চ পদাধিকারী ও নিম্নপদস্থ কর্মচারি, গ্রামবাসী ও শহরবাসী, নারী-পুরুষ ইত্যাদির মধ্যে কোনোই পার্থক্য বা বৈষম্য থাকবে না। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো ব্যাপকতা ও সর্বজনীনতা। আল্লাহর একত্ব ও মুহাম্মদ (সা.)-এর রিসালাতে বিশ্বাসী প্রত্যেক ব্যক্তিই ইসলামি জীবনধারার অধিকারী। সে যে ভাষায়ই কথা বলুক, তার আচার-আচরণ ও জীবনযাত্রা ইসলামি ভাবধারায় পরিপুষ্ট, ইসলামি রঙে রঙিন। চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হলো দ্বীন। ইতিহাসে এর প্রথম প্রকাশ ঘটে হিজরতের ভ্রাতৃ-সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে। এরা ছিলেন একই দ্বীনে বিশ্বাসী, একই জীবনাদর্শের অনুসারী, একই ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ, একই লক্ষ্যপথের যাত্রী। হাবশার বেলাল রা., রোমের সুহাইব আ., পারস্যের সালমান আল ফারসি রা., মক্কার আবুবকর রা., উমর রা. ও মদিনার আনসারগণ এ আদর্শভিত্তিক ও সংস্কৃতিবান সমাজে নিঃশেষে একাকার হয়ে যান। পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হলো বিশ্বশান্তির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। যা কিছু ভালো-কল্যাণময়, তার সম্প্রসারণ এবং যা কিছু মন্দ ও ক্ষতিকর, তার প্রতিরোধই হলো বিশ্বশান্তির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। (রহীম (রহ.) ২৪১-২৪৭)

আল-মুকাদ্দিমা গ্রন্থের ১ম অধ্যায় থেকে জানা যায় যে, পারস্য ও রোমের সঙ্গীতবিদরা বিচ্ছিন্ন হয়ে হেজাজের অভিমুখে যাত্রা করে। পরে তারা আরবদের আশ্রিত পোষ্যে পরিণত হয়। তারা সারাঙ্গী, তানপুরা, বীণা ও বাঁশি সহযোগে সঙ্গীত পরিবেশন করে। আরবরা তাদের সুর শুনে তাদের কবিতাগুলোতেই সেই সুর আরোপ করে। মদিনায় 'নাশিত ফারেসী,' 'সায়ের' ও 'হায়ের' প্রমুখ গুণীরা তাদের তানে অভিভূত হন। তারা আরবদের কবিতা শুনে তাতে সুর দেয় এবং অদ্ভুত কৃতকার্যতা লাভ করে। এভাবেই আরবভূমিতে সঙ্গীতের আবির্ভাব হয়। (কোরায়শী ৯৩) ভিনদেশি অনেক সুর বাংলা গানে ব্যবহার করে কবি নজরুল বাংলা গানকে সমৃদ্ধ করেন। বাংলাগানে তিনি আরবীয়, পারস্য, কিউবান, ওয়েস্টার্ন, ইজিপ্সিয়ান সুর আমদানি করেন। ফলে তার গানে আরব সমাজের প্রভাব স্পষ্ট। (ফাহাদ ৩৫) কবি নজরুল ইসলাম প্রাক-আরব ও আরব-পরবর্তী কবিগণের গীতিকবিতায় প্রভাবিত হয়ে সঙ্গীত রচনায় অনুপ্রবেশ করেন। তাই আরব সমাজ বলতে আরবদেশের আরবি সাহিত্য, গান, নাচ, সমাজ, খেলাধুলা, পোশাক ও খাদ্যদ্রব্যসহ আরবের মানুষের জীবনাচারের কথা, ইসলামের নানা উপাদান ইত্যাদি বিষয়কে বোঝানো হয়েছে। কবি আরব সমাজকে বুকে ধারণ করেই গান রচনা করেন। কবি নজরুলের গানে আরবজাতির নানা সংস্কৃতি পরিলক্ষিত হয়। কবির প্রত্যাশা আরব-সংস্কৃতি মুসলিম

মানসের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ করবে এবং জাতীয়-চেতনায় আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবে।

কবি নজরুলের গানে আরব সমাজ

কবি নজরুল আরব জাতির জীবনাচারে প্রভাবিত হয়ে গান রচনা করেন। তিনি 'দূর আরবের স্বপন' দেখেন 'বাংলাদেশের কুটির হতে'। এটিই যেন কবির স্বপ্ন অভিপ্সা। কবি তাই মাঝে মাঝে স্বপ্নে দেখতেন, যেন কাবার মিনারে বসে ঘুমন্ত মুসলিমদের ডেকে ডেকে বেলাল কাঁদছেন। কবির গানে আরব সমাজের বিমূর্ত পরিবেশ এমনই—

দূর আরবের স্বপন দেখি বাংলাদেশের কুটির হতে।
বেহোশ হয়ে চলেছি যেন কেঁদে কেঁদে কাবার পথে॥
...
স্বপ্নে শুনি নিতুই রাতে– যেন কাবার মিনার থেকে
কাঁদছে বেলাল ঘুমন্ত সব মুসলিমেরে ডেকে ডেকে। (নজরুলের ইসলামি গান ৬৭)

কবির গানে আরবপ্রীতির শিল্পিত রূপ আমাদেরকেও শিহরিত করে। কবির আরবভূমি ও মদিনার পথ হবার আকাঙ্ক্ষা যেন আমাদেরই অভিলাষের প্রতিফলন। কবির ভাষায়—

আমি যদি আরব হতাম মদিনারই পথ।
এই পথে মোর চ'লে যেতেন নূর নবী হজরত ॥ (নবী ১৭৫)

কবি নজরুল নবিজির প্রেমেও বিমোহিত। লায়লীর প্রেমে যেমন মজনু পাগল, তেমনি কবি লা-ইলাহা'র প্রেমে বিভোর। কবির বুকে গাঁথা সদা কাবার ছবি। চোখে যেন রাসুলের ছায়া। মাথায় তার খোদার আরশ। কবির এমন অভিব্যক্তি—

বক্ষে আমার কাবার ছবি চক্ষে মোহাম্মদ রসুল।
শিরোপরি মোর খোদার আরশ গাই তাঁরি গান পথ বেভুল॥
লায়লী প্রেমে মজনু পাগল আমি পাগল লা-ইলা'র,
(নজরুলের ইসলামি গান ১০৭)

আরবদেশের অনবদ্য চিত্রকল্প আরব সমাজের সংস্কৃতির মোহনায় আবহে কবি বিমুগ্ধ। তাই কবির ভাষ্য–

ওরে ও মদিনা বলতে পারিস কোন্ সে পথে তোর
খেল্‌তে ধুলা মাটি নিয়ে মা ফাতেমা মোর॥
হাসান হোসেন খেল্‌ত কোথায় কোন্ সে খেজুর-বনে
পাথর-কুচি কাঁকর লয়ে দুম্বা শিশুর সনে; (নবী ১৬৮)

কবির সঙ্গীত যেন পূর্বত আরবের সাথে বর্তমান আরবের সেতুবন্ধ হিসেবে অনুভূত হয়। এ যেন আরব জাতির ইতিহাসের আরেক পাঠ। আরব সমাজের বিনোদন কল্পনায় মোহাবিষ্ট কবির আবেগী উচ্চারণ—

আজি আল কোরায়শী প্রিয় নবী এলেন ধরাধাম
তাঁর কদম মোবারকে লাখো হাজারো সালাম।
তওরত ইঞ্জিল মুসা ঈসা পয়গম্বর
বলেছিলেন আগাম যাহার আসারি খবর
রব্বুলে দায়েব্ যাঁহার দিয়েছিলেন নাম
সেই আহ্‌মদ মোর্তজা আজি এলেন আরব ধাম॥ (প্রাগুক্ত ১২২)

ইসলাম-পূর্ব মদিনায় 'নওরোজ' ও মেহেরজান' নামে দুটি উৎসব পালিত হতো। দুটি উৎসবই পারস্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতিকৃতি। ইসলাম পরবর্তীতে মুসলিম জাতির সংস্কৃতির বড়ো একটি ধারক ও বাহক হিসেবে কাজ করে রোজার ইদ ও বকরী ইদ। এ নিয়ে কবির রচনা বড়োই চিত্তাকর্ষক। কবি বলেন—

ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ।
তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে শোন্ আসমানি তাগিদ॥ (প্রাগুক্ত ১৭৯)

একই গানের মধ্যে কবি বলেছেন হৃদয়ের তন্তরীতে তৌহিদের শিরণী ঢেলে দিতে। কবি বলেন—

ঢাল হৃদয়ের তোর তশ্তরিতে শির্নি তৌহিদের।
তোর দাওয়াত কবুল করবে হজরত হয় মনে উম্মীদ॥ (প্রাগুক্ত ১৭৯)

ইদের খুশিতে নিজেকে বিলিয়ে দেবার আহ্বান অতুলনীয়, অসাধারণ বাণী। কবির ভাষ্য—

তোর সোনা-দানা বালাখানা সব রাহেল্লিল্লাহ্।
দে জাকাত মুর্দা মুসলিমের আজ ভাঙাইতে নিদ্॥ (প্রাগুক্ত ১৭৯)

ইদ-ই যেন কবির সাজসজ্জার আরেক রূপ। কবির চিন্তার অনন্য প্রতিভা খুঁজে পাওয়া যায় কবির চরণে—

না-ই হলো মা বসন ভূষণ এই ঈদে আমার।
আল্লা আমার মাথার মুকুট রসুল গলার হার॥
নামাজ রোজার ওড়না শাড়ি, ওতেই আমায় মানায় ভারি,
কল্মা আমার কপালে টিপ, নাই তুলনা তার॥ (নজরুলের ইসলামি গান ১০০)

বকরী ইদ নিয়েও কবির উদ্বেলতার শেষ নেই। কবি আবেগীয় উচ্চারণ—

ঈদজ্জোহার চাঁদ হাসে ঐ এলো আবার দুস্রা ঈদ।
...
এমনি দিনে কোর্বানি দেন পুত্রে হজরত ইব্রাহীম,
তেম্নি তোরা খোদার রাহে আয় রে হবি কে শহীদ্॥
মনের মাঝে পশু যে তোর আজকে তারে কর্ জবেহ্,
পুল্সেরাতের পুল হতে পার নিয়ে রাখ্ আগাম রশিদ্॥ (প্রাগুক্ত ১৬৯)

হজ্জ উপলক্ষে আরাফাতের মিলনমেলায় দেশ-বিদেশের আগন্তুকদের সানন্দ উপস্থিতিতে আরবের ভূমিতে যে অভাবনীয় সৌন্দর্য সৃষ্টি করে তার প্রাণোচ্ছল বর্ণনায় অনুরক্ত কবির কালজয়ী উচ্চারণ—

তীর্থ-পথিক্ দেশ-বিদেশের
আর্ফাতে আজ জুট্ল কি ফের,
'লা শরীক আল্লাহু' মন্ত্রের
নাম্ল কি বান পাহাড় 'তূরে'॥
...
আজকে আবার কাবার পথে
ভিড় জমেছে প্রভাত হতে,
নামল কি ফের্ হাজার স্রোতে
'হেরার' জ্যোতি জগৎ জুড়ে॥
আবার 'খালেদ' 'তারেক' 'মুসা'
আনল কি খুন-রঙিন ভূষা,
আস্ল ছুটে হাসীন ঊষা
নও-বেলালের শিঁরিন সুরে॥ (নবী ৩)

আরবভূমির মানব-দৈনিকতা, মুসলিমের জীবনাচারের নৈমিত্তিকতা ইসলামি বিশ্বভ্রাতৃত্ব, সাম্য-মৈত্রী-প্রীতির সৌন্দর্য, সত্য ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠাকল্পে অসত্য ও অসুন্দরের মূলোৎপাটনে সর্বব্যাপী প্রচেষ্টা প্রভৃতি বিষয় ছিল তার সঙ্গীতের অন্যতম অনুষঙ্গ। একই সাথে কবির কল্পনাও ছিল সুদূরপ্রসারী। নবি নন্দিনী ফাতিমাকে তিনি কল্পনা করেন সাহারার ছায়াছাত্রী মেঘখণ্ড রূপে। নবি তনয়া ফাতিমার প্রতি কবির শ্রদ্ধা যেন কল্পনার চেয়েও বেশি। কবির শ্রদ্ধাভরা সঙ্গীতের একাংশ—

সাহারার বুকে মাগে তুমি মেঘমায়া,
তপ্ত মরুর প্রাণে স্নেহ-তরুছায়া; (প্রাগুক্ত ১৯৪)

আরবি নটিনী যখন নাচে তার কবরীতে রেশমি রুমাল শোভা পায়। বেদুইন সুরে তাঁবুতে বাঁশি বাজায়। আরবি নটিনী ছন্দে ছন্দে দুলে উঠে। আরব সমাজ-সংস্কৃতির এ দৃশ্য কতোই না হৃদয়গ্রাহী—

রেশমি রুমালে কবরী বাঁধি'–
নাচিছে আরবি নটিনী বাঁদি॥
বেদুঈনী সুরে বাঁশি বাজে
রহিয়া রহিয়া তাঁবু মাঝে,
...
ছন্দে দুলে ওঠে মরু মাঝে আঁধি॥ (প্রাগুক্ত ৫১৬)

কিংবা আরব সমাজ-সংস্কৃতির অন্য চিত্রে—

রুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ রুম্ ঝুম্ ঝুম্
খেজুর পাতার নূপুর বাজায়ে কে যায়।
কুসুম ছড়ায় পথের বালুকায়॥
...
আরবি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে, বাদ্‌শাজাদা বুঝি
সাহারাতে ফেরে সেই মরীচিকা খুঁজি (প্রাগুক্ত ১৪৬)

আরবকেন্দ্রিক কবি নজরুলের একটি জনপ্রিয় গান–

মোমের পুতুল মমীর দেশের মেয়ে নেচে যায়।
বিহ্বল-চঞ্চল-পায়॥
খর্জুর-বীথির ধারে
সাহারা মরুর পারে
বাজায় ঘুমুর ঝুমুর ঝুমুর মধুর ঝঙ্কারে।
উড়িয়ে ওড়না 'লু' হাওয়ায়
পরী-নটিনী নেচে যায়
দুলে দুলে দূরে সুদূর॥
সুর্মা-পরা আঁখি হানে আস্মানে,
জোছনা আসে নীল আকাশে তার টানে। (প্রাগুক্ত ৫৮)

উপর্যুক্ত গানে কবি নজরুল নটিনী মমীর দেশ বলতে মিশরকে বুঝিয়েছেন। মিশরের মেয়ে সে বহন করে চলেছে আরব সমাজের সংস্কৃতি। কবি বলেন মেয়েটি চঞ্চল পায়ে আবেগে-বিহ্বল হয়ে নেচে নেচে যায়। খর্জুর বীথির ধারে, সাহারার মরু পারে ঘুমুর ঝুমুর ঝুমুর মধুর ঝঙ্কারে গাওয়া গানে তার ওড়না 'লু' হাওয়ায় উড়ছে। সেখানে পরী-নটিনী বহু দূরে ছন্দের তালে তালে দুলে দুলে নাচছে। মেয়েটির চোখে সুরমা পরা, যাকে কবি নীল আকাশের জ্যোৎস্নার আলোর সঙ্গে তুলনা করেন।

ইরানি মানুষের সংস্কৃতিকে নিজস্ব সংস্কৃতি মনে করে কবি নজরুল তার একটি গানে ইরানের নারীদের মরু-চারিণী বলে প্রশংসা করেছেন। তিনি মরুর বালুকে ইরানি মেয়ের গেরুয়া রঙয়ের চাদরের সঙ্গে তুলনা করেন। সে যেন পল্লির-প্রান্তরের বনমনোহারিণী। এ সম্পর্কে কবি বলেন–

ইরানি বালিকা যেন মরু-চারিণী
পল্লীর-প্রান্তর-বনমনোহারিণী
আসে ধেয়ে সহসা গৈরিক বরণী
বালুকার উড়ুনি গায়॥ (প্রাগুক্ত ১৫)

আমরা কে কবে ভেবেছিলাম রহমতের দরিয়ায় এভাবে স্নাত হওয়া যায়, শুষ্ক মরুকে স্নাত করা যায়। এ যেন কেবল নজরুলের কলমে শোভা পায়। নজরুলের এমন গানে বিস্মিত আমরা, অবাক বিশ্ববাসী। কবির ভাষ্য—

ওরে কে বলে আরবে নদী নাই
যথা রহ্‌মতের ঢল বহে অবিরল
দেখি প্রেম-দরিয়ার পানি, যেদিকে চাই॥
যাঁর কাবা ঘরের পাশে আব্‌-এ-জম্‌জম্‌ (প্রাগুক্ত ১৮)

সত্যিই এ গান প্রতিটি মুসলিমের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। আরবের সমাজ-সংস্কৃতির ভালোবাসায় বিশ্ববাসীর অন্তর প্লাবিত হয় ক্ষণে ক্ষণে, পুনপুন। আরব সমাজের মানুষের জীবনাচার কবি নজরুলকে বিমোহিত করেছে। তিনি মরুর বুকে শ্যামল মরু দেখেছেন নিজের অনুভূতি দিয়ে। ইসলামি পরিবেশ কবিকে করেছে আন্দোলিত। এ সম্পর্কে কবি বলেন—

নামাজ রোজার ফুল-ফসলে শ্যামল হ'ল মরু
প্রেমের রসে উঠল পুরে নীরস মনের তরু। (প্রাগুক্ত ২৪)

সাহারা মরুর দেশে ইসলামের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে, তার স্রোতে সারা পৃথিবী ভাসমান। কবি আরবের সমাজ সংস্কৃতির এমন চিত্রকল্পের আবহ তুলে ধরেছেন এভাবে—

তৌহিদেরি বান ডেকেছে সাহারা মরুর দেশে
দুনিয়া জাহান ডুবু-ডুবু সেই স্রোতে যায় ভেসে॥ (প্রাগুক্ত ২৪)

বিশ্বের মুসলমানদের মতো কবির রক্ত-মাংসে মিশে আছে নবিজি। মদিনায় নবিজির গমনের বিষয়টি কবির হৃদয়ে গভীর ছাপ ফেলে। তিনি মদিনার মানুষের আনন্দমুখরিত দিকসমূহ গানে তুলে ধরেন এভাবে—

ঐ হের রসুলে-খোদা এলো ঐ॥
গেলেন মদিনা যবে হিজরতে হজরত
মদিনা হলো যেন খুশিতে জিন্নত,
ছুটিয়া আসিল পথে মর্দ ও আওরত (প্রাগুক্ত ৫৬)

আরবের সমাজ-সংস্কৃতির প্রায় সব শব্দই কবির গানে প্রতিফলিত। আল্লাহ্‌-রাসুল, ইদ, রমজান, কাবা ও হজ, আজান-মসজিদ, নামাজ, মোহররম, আরব, মক্কা, মদিনা, প্রভৃতি শব্দের প্রতি কবির দরদ ছিল বেশি। তাই তিনি গানের জগতে ইরানি গজলের সুর সঞ্চারিত করে সাহিত্যের শিল্প ও আঙ্গিক জগতেও গৌরবান্বিত হয়ে গান রচনা করেন।

কবি নজরুল ইসলাম মুসলমানের ঘরে জন্ম হওয়ায় তার গানে ইসলামি ইতিহাস, কিংবদন্তি ও সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে কবির জ্ঞান-গরিমা ছিল গভীর। আরবকেন্দ্রিক গানগলোতে আরবজাতির হারানো শৌর্য-বীর্যের কথা, বীরত্বগাথা, তৌহিদি সুর, ও বাণী, ইহকাল-পরকারের ছবি এবং হতাশার অন্ধকার

থেকে আশার আলোকে ফিরে আসার পথ খুঁজে পেয়েছে। এ সঙ্গীতগুলোতে আরবি-ফারসি শব্দও পর্যাপ্ত পরিমাণে ঠাঁই পেয়েছে। আরবের ইসলামি পরিবেশ নিয়ে অনেক গান রচনা করেন। (গোস্বামী ২৭৫)

কবি নজরুল আরবভূমিতে জন্মগ্রহণ না করেও আরবের মানুষের নিত্যদিনের সাংসারিকতার প্রয়োজনীয় যে সমস্ত উপকরণ প্রয়োজন, সেসব চাওয়া হয়েছে। সবার সাথে বন্ধুত্ব, পারস্পরিক সুখ, অন্যের মঙ্গল কামনা— এসব বিষয় কবির গানে প্রকাশ পেয়েছে। নবি করিম (সা.)-এর জ্ঞান, সততা, সৎ সাহস, বুদ্ধিমত্তা, দূরদর্শিতা, নেতৃত্ব আরবের মানুষকে ও কবিকে করেছে বিমোহিত। তাঁর মানবপ্রেম, আত্মত্যাগ, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক দর্শন সমগ্রবিশ্বের কাছে একটি আদর্শিক পাঠ। তার বিভিন্ন কবিতায় আরব সমাজের চিত্র স্থান পেয়েছে। তাই এ সম্পর্কে কবি অনেক গান রচনা করেন। কয়েকটি গানের উদাহরণ—

ক. ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এলো রে দুনিয়ায়।
আয় রে সাগর আকাশ বাতাস দেখ্‌বি যদি আয়॥ (নজরুলের ইসলামি গান ৮৮)
খ. ইসলামের ঐ সওদা লয়ে এলো নবীন সওদাগর।
...
আরশ হতে পথ ভুলে এ এলো মদিনা শহর, (প্রাগুক্ত ১৬৬)
গ. এ কোন মধুর শরাব দিলে আল্ আরাবি সাকি,
...
বসলো তোমার মহ্‌ফিল দূর মক্কা মদিনাতে, (নবী ১৮৩)

সঙ্গীত যে-কোনো জাতির একটি বড়ো সমাজ-সংস্কৃতি। তাই আরব সমাজের প্রেক্ষাপটে আরবের নানা চিত্রকল্প ব্যবহার করে কবি নজরুল তার বাংলা গানকে সমৃদ্ধ করেন এক অভিনব বার্তায়। গানে শব্দ ব্যবহারে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তার গানগুলোতে আরবি শব্দের ধ্বনি চয়ন ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রাচুর্য বিশ্বে একটি নতুন দুয়ার উন্মোচিত করে। তার গানের প্রতিটি চরণে আরবি বা ফারসি শব্দের উচ্ছল ব্যবহার আছে। অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সুনিপুণভাবে প্রতিটি গানেই তাকে বৈচিত্র্যপূর্ণ চিত্রকল্পের ব্যবহার করতে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আল আরাবি সাকি, রহমতের ঢল, হৃদয়-জায়নামাজ, মুসাফির, নীল পিয়ালায় লালসিরাজী ইত্যাকার চিত্রকল্পে ভরপুর কবির গান। তার গানে আছে পারস্যের বুলবুলের গান, আরবের উষ্ট্র চালকের বাঁশি, তুরস্কের নেকাব-পরা মেয়ের মোমের মতো শরীর প্রভৃতি বিষয়। তাই বলা যায় আরবের পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা নিজ সংস্কৃতির ভুবনে আপন করে নেয়ার দক্ষতা বিশ্ব সাহিত্যে নজরুলের অধিকার একমাত্র নয়। তবে প্রধানতম। এক কথায় যাকে বলা যায় অতুলনীয়। বাংলা সঙ্গীতের আসরে সত্যিই কবি নজরুল অনন্যসাধারণ ও বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব।

কবি নজরুল ইসলাম আরবভূমিতে বসবাস না করেও আরবের মানুষের সমাজ-সংস্কৃতির সাথে নিজের সমাজ-সংস্কৃতি-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেন। এটিই ছিল তার গানের ভুবনে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কবি নজরুল ইসলাম নিজ সংস্কৃতিকে অক্ষুণ্ন রেখে আরব সংস্কৃতির উপাদানকে নিজ সংস্কৃতির সাথে যেভাবে আত্মস্থ করেন তা অনাগতের চাঞ্চল্য প্রাণশক্তির প্রতীক। আরব সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ, চিন্তা-চেতনা, মূল্যবোধের নিপুণ চিত্র ছিল কবির সঙ্গীত নির্মাণের নেপথ্য শক্তি। আরব সমাজের মানুষের জীবনাচারের নানা অনুষঙ্গ বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে বিশ্ব সাহিত্যের সিংহাসন অলংকৃত করার ক্ষেত্রে কবির সঙ্গীত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উপসংহার

কাজী নজরুল ইসলাম যুগস্রষ্টা, গীতিকার-সুরকার ও মানবতার কবি। তিনি ছিলেন এক অসাধারণ সৃজনপ্রতিভার অধিকারী। তিনি বাংলা সাহিত্য, সঙ্গীত, সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে করেছেন সমৃদ্ধ এবং ঐশ্বর্যমণ্ডিত। কবির সৃষ্টিতে রয়েছে প্রাণের পরশ, রয়েছে হৃদয়ের আবেগ এবং প্রচণ্ড গতিবেগ। রবীন্দ্র পরিমণ্ডলে পালিত হয়েও কবির সঙ্গীতে খুঁজে পাওয়া যায় ইসলাম-পূর্ব ও ইসলাম-পরবর্তী সমাজ-সংস্কৃতি। এ আরব-সমাজ মুসলিম ও গোটাবিশ্বের মানুষকে আন্তঃসত্তার সাথে একই বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। বিদ্রোহী কবি হিসেবে বাংলার জনতার হৃদয়ে তিনি স্মরণীয় ও বরণীয়। তিনিই ছিলেন সবচেয়ে অগ্রসরমান আন্তর্জাতিক চেতনাসম্পন্ন মানবতাবাদী কবিপুরুষ।

মধ্যপ্রাচ্য সাহিত্য সম্পর্কে তার ছিল গভীর জ্ঞান ও সতর্ক পর্যবেক্ষণ। তিনি আরবের সমাজ-সংস্কৃতির কথা সাবলীল ঢঙে তার গানে উপস্থাপন করেন। আরবজাতির জীবনাচার নানা চিত্রকল্পের মাধ্যমে গানের বিষয়বস্তু করে তোলেন। তার গানের ভাব ও ভাষা মুসলিম সমাজকে আন্দোলিত করে, উচ্ছসিত করে। ইসলামিচেতনা ও আদর্শকে তার সঙ্গীতের বিষয়বস্তুতে পরিণত করেন। আরবজাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য, আমল-আকিদা, শৌর্য-বীর্য, নিত্য দৈনিকতাকে তার সঙ্গীতের প্লট হিসেবে দাঁড় করান। সঙ্গীত ভাণ্ডারে যুক্ত করেন অজস্র সঙ্গীতমঞ্জুষা।

ধর্মপ্রীতি, বীরত্বপ্রীতি, মানবতাপ্রীতি ও সংস্কৃতিপ্রীতি, সৌহার্দপ্রীতির কারণে মধ্য-এশিয়া বা আরবের প্রতি নজরুলের আকর্ষণ অতিমাত্রায়। তিনি একাধারে আরব ও তার সংলগ্ন ও পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক জীবনাচারের চমৎকার বর্ণনার কথা বিভিন্ন গানে তুলে ধরেন নবমাত্রিক সঙ্গীত সুষমায়। তার সঙ্গীতে ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতি, ইরানের সমাজ-সংস্কৃতি, আরবের সমাজ-সংস্কৃতি, পাশ্চাত্যের সমাজ-সংস্কৃতি স্থান পায়। আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু আরবসমাজ। তাই তার গান পাঠ করলে যেন হৃদয়তন্ত্রীতে সুর তোলে আরবভূমিতে বিচরণ করার নৈসর্গিক শিহরন। আরব লোকাচার তার সঙ্গীতে মুসলিম জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তার গান অনাগতজনের বুকে নব-জাগরণের প্রত্যয়দীপ্ত দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করবে। এদিক থেকে বাংলা সাহিত্যে কবি নজরুল ইসলাম এক উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। বাংলা সাহিত্যে তথা বিশ্বসাহিত্যে কবি নজরুল ইসলাম একটি অবিস্মরণীয় নাম। এক অতুলনীয় সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব। আমরা তার অমরত্ব প্রত্যাশা করি আজন্মকাল। বাংলার বুকে বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী নজরুল ইসলাম তার অমর সঙ্গীতে সমগ্র আরব সমাজের মানুষের ইসলামি জীবনাচারের সম্পূর্ণ দিকসমূহ যেভাবে উপস্থাপন করেছেন তা বাংলা সাহিত্যে তথা বিশ্ব সাহিত্যে অতুলনীয়।

গ্রন্থপঞ্জি

আবদুল কাদির, *কবির জীবন-কথা* (ঢাকা: নজরুল-পরিচিতি, মুদ্রণ ২য়, ১৯৬০), পৃ. ১।

আসাদুল হক, *ইসলামী ঐতিহ্যে নজরুল সঙ্গীত* (ঢাকা: কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, জানুয়ারি ২০০০), পৃ. ২।

মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (রহ.), *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ৪৫ বাংলাবাজার, ফেব্রুয়ারি ২০১৮), পৃ. ২৪১-২৪৭।

ড. কামরুল হাসান, *আরবি সাহিত্য মঞ্জুষা* (ঢাকা: কাঠপেন্সিল, খ-১৯১, মধ্য বাড্ডা, একুশে বইমেলা ২০১৮), পৃ. ৬৮।

ড. মোহাম্মদ কায়েম কাহদুয়ী, *সাদী ও হাফিজের হৃদয়ের ধ্বনি আমরা নজরুলের কবিতায় পাই* (ঢাকা: আলোচনা সভা, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৮, গুগল ডট কম)।

গোলাম সামদানী কোরায়শী (অনুবাদক), *আল-মুকাদ্দিমা (১ম খণ্ড)* (ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ডিসেম্বর ২০২১), পৃ. ৯৩।

নজরুলের ইসলামি গান (ঢাকা: কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ডিসেম্বর, ২০২২), পৃ. ১০২।

মুহাম্মদ নুরুল আমিন (প্রকাশক), *সভ্যতা ও সংস্কৃতি : ইসলামী প্রেক্ষিত* (ঢাকা: ইফাবা, জুন ২০০১), পৃ. ২৯।

মুহম্মদ মতিউর রহমান, *বিদ্রোহী ও জাতীয় কবি নজরুল : জীবন ও কাব্য* (ঢাকা: কথাশিল্প প্রকাশন, ১২ বাংলাবাজার, ২য় সং, বইমেলা ২০১৮), পৃ. ২৪২।

ড. মিলন দত্ত, *নজরুল জীবনচরিত* (কলকাতা: প্রসাদ লাইব্রেরি, ১৯৭৬), পৃ. ২২।

ড. কাজী মোজাম্মেল হোসেন, *নানা অঙ্গনে নজরুল* (ঢাকা: কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ফেব্রুয়ারি ২০১৯), পৃ. ১৭৬।

মাহমুদুল হাসান নিজামী, *ইবনে খালদুনের কাব্যতত্ত্ব ও আরব রোমান্স কবিরা* (ঢাকা: রোদেলা প্রকাশনী, ৬৮-৬৯ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, একুশে বইমেলা ২০১৯), পৃ. ৯০।

মেহফুজ আল ফাহাদ, *কাজী নজরুল ইসলামের গানের বাণী বিশ্লেষণ* (ঢাকা: কবি নজরুল ইনস্টিটিউট পত্রিকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৯, সং ৩৬ তম),পৃ. ৩৫।

রফিকুল ইসলাম, *নজরুল-জীবনী* (ঢাকা: কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, অক্টোবর ২০১৮), ২য়– সং, পৃ. ১-১৫।

রফিকুল ইসলাম, *কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও সৃষ্টি* (কলকাতা: কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২৮৬, বি. বি. গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, ২য় সং ১৯৯৭), পৃ. ৮-৯।

রশিদুন্ নবী (সম্পাদনা), *নজরুল-সংগীত সংগ্রহ* (ঢাকা: কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, অক্টোবর, ২০১৯),পৃ. ১৭৫।

শাহাবুদ্দীন আহমদ, *ওমর খৈয়াম ও নজরুল ইসলাম* (ঢাকা: ঢাকা টাউন লাইব্রেরি, ৩/১ বাংলাবাজার, মার্চ ২০০৬), পৃ. ৩৮-৩৯

ড. এম. শমসের আলী, *কবি হাফিজ ও নজরুলের মানবপ্রেম একই সুরে গাঁথা* (বাংলাদেশ: প্রবন্ধ, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২২, গুগল ডট কম)।

হায়াৎ মামুদ, *নজরুল ইসলাম: কিশোর জীবনী* (ঢাকা: প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ৩৮/২ক বাংলাবাজার, এপ্রিল ২০১৩), পৃ. ৪-৫।

হাসান আলী চৌধুরী, *ইসলামের ইতিহাস ও বাংলাদেশ পাক-ভারতের মুসলমানদের ইতিহাস* (ঢাকা: প্রকাশনা সংস্থা, জুলাই ১৯৯৬), পৃ. ২২১।

প্রফেসর পি. কে. হিট্টি, *আরবের ইতিহাস* (ঢাকা: জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ৩৮/২-ক, বাংলাবাজার, ফেব্রুয়ারি ২০১৮), পৃ. ৪০।